প্রশ্ন: ১। ইচ্ছা -পত্র মানে কি?

উত্তর:ইচ্ছা -পত্র কোনো ব্যক্তির দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে লেখা বর্ণনা যেখানে উনি উনার মৃত্যর পর পরিবার, সম্বন্ধীয় পরিজন,বাহিরা লোক,,দান-দক্ষিণা আদির মধ্যে উনার ধন-সম পত্তি ভাগ-বাটোবারা ইত্যাদির বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন:২। ইচ্ছা -পত্র বানানোর উপকারিতা কি?

উত্তর:ইচ্ছা-পত্র বানালে একজন ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারে যে উনার মৃত্যুর পর উনার ধন-সম পত্তিগুলো কোনআইনী অসুবিধা ছাড়া উনার ইচ্ছামতে পরিবারের মধ্যে ভাগ হয় বা তার ব্যবস্থা করা হয়।ইচ্ছা-পত্রের দ্বারা উনি নিশ্চিত করতে পারেন যে উনার ইচ্ছা মতে কোন সমন্ধীয় লোক বা উত্তরাধীকারী ঠিক ভাগ পায়।কোন একজনকে সম পত্তির ভাগ দেবার ইচ্ছা নাথাকলেও ইচ্ছা-পত্র এক নির্ভরশীল উপায়। উদাহরণ- কেও অঙ্গ-দান করে ইচ্ছা করলে,পত্নীকে ফ্লেট-দান,কেও পুত্র বা কন্যাকে কম-বেশি অংশ দেবার ইচ্ছা করলে,পিতৃমাতৃ বা তদারককারীকে বা বন্ধুকে অংশ দিতে ইচ্ছা করলে সেই ইচ্ছা সমূহ ইচ্ছা-পত্র সামলে নেয় এবং ইহা পরিবার,পরিজন,সব আইন,উচ্চতম ন্যায়ালয় সহ সব ন্যায়ালয় মেনে নিতে বাধ্য।

প্রশ্ন:৩।আমি ইচ্ছা-পত্র নাবানালে কি হবে?

উত্তর:কোন ব্যক্তির ইচ্ছা-পত্র নাবানিয়ে মৃত্যু হলে সব ধন-সম পত্তি,আচবাব-পত্র সেই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য উত্তরাধীকারী আইন মে ভাগ হবে যেমন ব্যক্তি হিন্দু হলে হিন্দু উত্তরাধীকারী আইন। এই ক্ষেত্রে জানা ভাল যে এই আইনগুলোতে সম পত্তি বন্টনের নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে যেটা সেই ব্যক্তির ইচ্ছানুসার নাও হতে পারে।সম পত্তি ভাগ-বাটোবারাতে অহেতুক বিলম্ব ও অনেক সময় মোকদ্দমা,মা-ছেলে,ভাই-বোন ইত্যাদির মধ্যে জগড়া-পেছাল বেধে পড়তে পারে।

প্রশ্ন:৪।ইচ্ছা-পত্র কে বানাতে পারে?

উত্তর:সুস্থ মগজের অর্থাৎ নিজে করা কাজ বুজার ক্ষমতা থাকা আর অনুচিত প্রভাব থেকে মুক্ত যে কোন ব্যক্তি যার বয়স ১৮ বছরের ওপরে।

প্রশ্ন:৫।বার্ধক্যবস্হার আগেই যে কোন বয়সে কেন ইচ্ছা-পত্র বানিয়ে ফেলতে হয়?

উত্তর:হ্যে,ব্যক্ত ১৮ বছর বয়সে বা তার উর্ধে যে কোন বয়সে ইচ্ছা-পত্র বানিয়ে নিতে লাগে কারণ আজকের অনিশ্চয়তার যুগে দুর্ঘটনা,হৃদরোগ,উগ্রপন্হীর আক্রমনে অসময়ে মৃত্যু সাধারণ কথা হয়ে পড়েছে,তাই বহু লোক ২৫ বছর থেকেই বীমা করতে শুরু করে।অসময়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারের আর্থিক সহায় হতে কম বয়সে বীমা করতে পারলে,বীমা-দাবী বা অন্যান্য সম পত্তি-আচবাব কেমনভাবে ভাগ করতে হবে নির্দেশ করতেও ইচ্ছা-পত্র বানানো যায়।তাই,১৮ বছর বয়সের ওপরের সবাই ইচ্ছা-পত্র

বানানো প্রয়োজন।

প্রশ্ন:৬।ইচ্ছা-পত্র কেমনে বানান যায়?

উত্তর:ইচ্ছা-পত্র হাতে লেখা বা ছাপা করা হতে পারে।ছাপা করা ইচ্ছা-পত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।দলিলের প্রয়োজন নাই,সেটা সাধারণ কাগজেও হতে পারে।ইচ্ছা-পত্র যে কোন ভাষাতেই হতে পারে য ভাষা প্রস্তুতকর্তা বুজে।ইচ্ছা-পত্রতে অতি কমেও পরিবারের ও সম পত্তির বর্ণনা,আপনার দায়িত্ব,ইচ্ছা,সম পত্তি ভাগ করা ইচ্ছা,দুই সাক্ষীর নাম,সই করা তারিখ ও স্থান আর সব পৃষ্ঠাতেই প্রস্তুতকর্তার ও দুই সাক্ষীর সই থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন:৭।মৌখিক ইচ্ছা-পত্র কখন বানানো যায?

উত্তর:ইহাকে বিশেষ ইচ্ছা-পত্র ব হয় যার অনুমতি সেনা,বয়ুসেনা,নৌ-সেনাদের জন্য আছে।কিছু মুসলমান লোকওএই ইচ্ছা-পত্র বানাতে পারে।

প্রশ্ন:৮।ভিন্ন ধর্মের জন্য আইন ভিন্ন কি?

উত্তর:হ্যে,উত্তরাধীকারী আইনমতে মৃতকের ধর্ম অনুসার ভিন্ন ভিন্ন আইন খাটানো যায়।উদাহরণ-হিন্দু ব্যক্তির জন্য 'হিন্দু উত্তরাধীকারী আইন'(Hindu Succession Laws),পার্চী এবং খ্রীষ্ট ধর্মের জন্য 'ভারতীয় উত্তাধীকারী আইন'(IndianSuccession Law),মুছলিমর বাবে শ্বরীয়তী আইন(চিয়া,চুন্নী,খুজা আদির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম)।

প্রশ্ন:৯।ইচ্ছা-পত্রের সাক্ষীর ক্ষেত্রে কি নিয়ম আছে?

উত্তর:নিয়মানুসার দুইজ সাক্ষীর সাক্ষাতে ইচ্ছা-পত্রতে সই করতে হয়।সাক্ষী দুইজনের ইচ্ছা-পত্রের লেখা পঢ়া প্রয়োজন নাই,উনারা কেবল নিশ্চিত করতে লাগে যে ইচ্ছা-পত্রটা উনাদের সাক্ষাতে সই করা হয়েছে।নিয়মমতে,আদালত সাক্ষীদেরকে ইচ্ছা-পত্রের নায্যতা ও আসল-নকলের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে।আজকাল সই করাটা ভিডিঅ' রেকর্ডিং করে ইচ্ছা-পত্রের সাথে সযত্নে রাখ উচিত যাতে প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রমান হিসেবে ব্যবহার কর যায়।

প্রশ্ন:১০। তদারক-কর্তা কে?ইচ্ছা-পত্রের জন্য তদারক-কর্তা নিযুক্ত করাতা বাধ্যতামূলক?

উত্তর:তদারক-কর্তা হ'ল ইচ্ছা-পত্র প্রস্তুত-কর্তার ইচ্ছানুসার কাজ করা ক্ষমতা দেওয়ার লোক। কোন ব্যক্তি যে ইচ্ছা-পত্রের দ্বারা উপকৃত, কোন নির্ভরযোগ্য পারিবারিক বন্ধু, উকীল বা চি.এ. যারা পরিবারের সদস্যকে ইচ্ছা-পত্রের মতে সাহায্য করতে পারে সে তদারক-কর্তা হতে পারে। যদিঅ তদারক-কর্তা একজন নিযুক্ত করাতা বাধ্যতামূলক নয় তথাপি নিযুক্ত করাতা ভাল।

প্রশ্ন:১১।ইচ্ছা-পত্র নটেরীর দ্বারা সই করানো বা পন্জীয়ন করানো বাধ্যতামূলক?ইহাতে লাভ কি?

উত্তর: না,ইচ্ছা-পত্র নটেরীর দ্বারা সই করানো বা পন্জীয়ন করানো বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ইচ্ছা-পত্র কায্যকরী হওয়ার পরে সেটা উপ-চিরস্তাদারের কার্য্যালয়ে প্রায় রিনামূল্যে পন্জীয়ন করে নেওয়া যায়।যদি ইচ্ছা-পত্র পন্জীয়ন করা হয় অর্থাৎ প্রস্তুত-কর্তা ও সাক্ষী সু-শরীরে উপ-চিরস্তাদারের (উপ-পন্জীয়ক) সন্মুখে পন্জীয়ন করা হয় তবে তার শুদ্ধতা নিয়ে পরিবার-পরিজনের মধ্যে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।ইচ্ছা-পত্র পন্জীয়ন করতে প্রস্তুত-কর্তা দুইজন সাক্ষীর (ইচ্ছা-পত্রে সই থাকা সাক্ষী না হলেও হয়) সহিত আসল ইচ্ছা-পত্র, এম.বি.বি.এস.ডাক্তার দ্বারা সদ্য-সাক্ষরিত মানসিক সুস্হতার প্রমান-পত্র ও ঠিকানার প্রমান-পত্র নিয়ে যেতে হয়।

প্রশ্ন:১২।ইচ্ছা-পত্রে কি সমপত্তি,আসবাব উল্লেখ করা যায়?

উত্তর:ব্যক্তিগত বা যুগ্ম স্হাবর-অস্হাবর ধন-সমপত্তি, আসবাব,দেনা-পাওনা,অসার সমপত্তি-আসবাব উল্লেখ করা যায়।অস্হাবর সমপত্তিতে টাকা, গহণা,FDS, বেংক একাউন্ট, বীমা পলিসি,গাড়ী,ফার্ণিসার ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হয়। স্হাবর সমপত্তিতে মাটি, ঘর, ফ্লেট, দোকান, কার্যালয়, গেরেজ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হয়।

প্রশ্ন:১৩।ইচ্ছা-পত্রে যুগ্ম সমপত্তি উল্লেখ হয়?

উত্তর:হয়,যুগ্ম সমপত্তির মালিক ইচ্ছা-পত্রে নিজের অংশের বিষয়ে ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারে। অহেতুক অসুবিধা না হওয়ার জন্য যুগ্ম সমপত্তিগুলোর বিষয়ে উল্লেখ করা উচিত।

প্রশ্ন:১৪।মনোনীত সমপত্তি ইচ্ছা-পত্রে উল্লেখ হয়?

উত্তর:হয়। আইনমতে মনোনয়ন মালিকের মৃত্যুর পরে মনোনীত ব্যক্তির দ্বারা সমপত্তি দাবী করার সুবিধা। এটা আইনী উত্তরাধিকারী স্হাপন হওয়ার পর্য্যন্ত এক অল্প-ম্যাদি ব্যবস্হাপনা। তার পর মনোনীত ব্যক্তি উত্তরাধিকারীকে সমপত্তি হস্তান্তর করে দিতে হয়।মনোনীত ব্যক্তিও উত্তরাধিকারী হতে পারে। তথাপি কোন গত্যন্তর থাকলে ইচ্ছা-পত্রে স্পষ্ট করতে হয়।

প্রশ্ন:১৫। ভাড়া নেওয়া সমপত্তি বা রায়তি-স্বত্বের অধিকার ইচ্ছা-পত্রে উল্লেখ করা যায়?

উত্তর :ভাড়া নেওয়া সমপত্তি বা রায়তি-স্বত্বের অধিকার সমপত্তি নয় তাই ইচ্ছা-পত্রে উল্লেখ করা যায় না।

প্রশ্ন:১৬। ইচ্ছা-পত্রে পাট্টার অধিকার উল্লেখ করা যায় কি?

উত্তর :যায়।ইচ্ছা-পত্রে পাট্টার অধিকার উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্ন:১৭। পৈতৃক সমপত্তি বা আইনী উত্তরাধিকারী স্বত্বে পাওয়া সমপত্তি ইচ্ছা-পত্র দ্বারা ভাগ করা যায় কি?

উত্তর :যে পৈতৃক সমপত্তি বা আইনী উত্তরাধিকারী স্বত্বে পাওয়া সমপত্তির উপাধি/স্বত্বাধিকার হস্তান্তর হয়েছে ইচ্ছা-পত্রে তার উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্ন:১৮। কোন প্রতিষ্ঠান বা কোমপানীর ব্যবসায় ইচ্ছা-পত্র দ্বারা ভাগ করা যায়?

উত্তর :যায়। প্রতিষ্ঠান বা কোমপানীর ব্যবসায় ইচ্ছা-পত্র দ্বারা ভাগ করা যায়। যুগ্ম ব্যবসায়ীর অংশ

অংশীদারী পত্রের দ্বারা ভাগ হয়।

প্রশ্ন:১৯। হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের(Hindu Undivided Family) অংশ ইচ্ছা-পত্রের দ্বারা ভাগ করা যায় কি?

উত্তর :না, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের(Hindu Undivided Family) অংশ ইচ্ছা-পত্রের দ্বারা ভাগ করা যায় না।

প্রশ্ন:২০। অন্য কি সমপত্তি ইচ্ছা-পত্রের দ্বারা ভাগ করা যায়?

উত্তর :নিজের পোষ্য জন্তু, চিত্রশিল্প, প্রাচীন মূল্যবান সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, বৌদ্ধিক সমপত্তি যেমন ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, গ্রন্থ-স্বত্ব,অনুমতি-পত্র, চচিয়েল মেডিয়া একাউন্ট, ব্যক্তিগত আসবাব, বই-পত্র ইত্যাদি ইচ্ছা-পত্রের দ্বারা ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন:২১। নাবালক শিশুকে কেমনে সুরক্ষা দেওয়া যায়?

উত্তর : ইচ্ছা-পত্রের দ্বারা উপকৃত নাবালক শিশুর জন্য অভিভাবক মনোনয়ন করা যায়। এই অভিভাবকের ওপরে নাবালক শিশুটি ও তার ভাগের সমপত্তি দেখা-শুনা করা অথবা সুরক্ষিত করে রাখার দায়িত্ব থাকে। অনেক সময় উত্তরাধিকারী, বন্ধু-বান্ধব,পরিজন বা দান-দক্ষিণার সুবিধার্থে ইচ্ছা-পত্র দ্বারা ট্রাষ্ট গঠন করা যায়।

প্রশ্ন:২২। ইচ্ছা-পত্রে উল্লেখ করতে থেকে যাওয়া, ভূলে যাওয়া বা পরবর্তী কালে ক্রয় করা আসবাব কি করা যায়?

উত্তর : ইচ্ছা-পত্রে উল্লেখ করতে থেকে যাওয়া, ভূলে যাওয়া বা পরবর্তী কালে ক্রয় করা আসবাব সাধারণ এক দফায় উল্লেখ করা যায় যেখানে থেকে যাওয়া আসবাব কাকে দেওয়া হবে আর পরবর্তী কালে ক্রয় করা আসবাবগুলোর উল্লেখ অন্য এক দফায় করা যায়।

প্রশ্ন:২৩। ভবিষ্যতে ইচ্ছা-পত্রে পরিবর্তন করা যায় বা নতুন ইচ্ছা-পত্র বানানো যায়?

উত্তর :এক ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা হয় নতুন ইচ্ছা-পত্র বানাতে পারে বা কিছু সংশোধনের জন্য ক্রোড়পত্র বা কডিচিল বানাতে পারে অর্থাৎ আসল ইচ্ছা-পত্রের ওপরঞ্চি কিছু নথি-পত্র। কিন্তু সব ইচ্ছা-পত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইহা শেষ ইচ্ছা-পত্র আর আগের সব ইচ্ছা-পত্র এতদ্বারা রদ বা বাতিল করা হল, যিহেতু আইনমতে শেষ ইচ্ছা-পত্রই মান্যতা পায়।

প্রশ্ন:২৪। ইচ্ছা-পত্র কোথায় রাখা যায়?

উত্তর : আইনমতে ইচ্ছা-পত্র যে কোন জাগায় রাখা যায়। কিন্তু ইচ্ছা-পত্র এক সুরক্ষিত স্থানে রাখা উচিত যাতে কেও ওটা নষ্ট করতে না পারে আর প্রস্তুত-কর্তার মৃত্যুর পরে ইচ্ছা-পত্র সহজে খোজে পায়।ইচ্ছা-পত্র কোন লকারে, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, উকীল বা বেংকারর জিম্মায় রাখা উচিত যারা প্রস্তুত-কর্তার মৃত্যুর পরে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে তদারক-কর্তাকে সূচনা দেয়।

প্রশ্ন:২৫। বিদেশে থাকা সমপত্তি ইচ্ছা-পত্র দ্বারা ভাগ করা যায় কি?

উত্তর : যায়। কিন্তু বিদেশে থাকা সমপত্তি সেই দেশে আইন মতে পরিচালনা করা হয় আর ইচ্ছা-পত্র কার্য্যকারী করা ব্যবস্থা ভারত থেকে অন্য হতে পারে। তাই দুইখানা ইচ্ছা-পত্র বানানো উচিত যাতে

ভারতে থাকা সমপত্তির জন্য এক ও বিদেশের সমপত্তির জন্য আর এক।এমন ইচ্ছা-পত্রকে সহগামী(কনকারেন্ট) ইচ্ছা-পত্র বলা হয়।

প্রশ্ন:২৬. পতি-পত্নী যুগ্ম ইচ্ছা-পত্র বানাতে পারে কি?

উত্তর :হ্যে। পতি-পত্নী যুগ্ম ইচ্ছা-পত্র দ্বারা একজন আর একজনকে সমপত্তি দিতে পারে আর অবশেষে পরিবার-পরিজনকেও সমপত্তি দিতে পারে। কিন্তু এমন ইচ্ছা-পত্র স্বামী-স্ত্রীর দুজনের মৃত্যুর পরে কার্যকরী হয়। অনেক সময় পতি-পত্নী 'মিরর উইল' অর্থাৎ আয়না-ইচ্ছা-পত্র বানিয়ে ভিন্ন ইচ্ছা-পত্র দ্বারা একজন অন্যজনকে সব সমপত্তি দিয়ে যায়।

প্রশ্ন:২৭। ইচ্ছা-পত্র দ্বারা কে কে হিতাধিকারী হতে পারে?

উত্তর :যাকে ইচ্ছা-পত্র দ্বারা সমপত্তি দেওয়া হয় তাকে হিতাধিকারী বলা হয় অর্থাৎ যার ইচ্ছা-পত্র দ্বারা হিত হয়। কোন ব্যক্তি,ট্রাষ্ট, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সমাজ ইত্যাদি হিতাধিকারী হতে পারে। ইচ্ছা-পত্র দ্বারা প্রস্তুতকর্তার পরিবারের সদস্য, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, চাকর ইত্যাদি হিতাধিকারী হতে পারে।কারো সমপত্তি দান হিসাবেও দিতে পারে। অবশ্যে কারো আত্মীয় থাকা স্বত্বেও সব সমপত্তি দান দিতে চাইলে আইনের কিছু নিয়ম মেনে তেমন করতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম পার্চীরা যারা নিজের সব সমপত্তি দান করে দিতে পারে।

প্রশ্ন:২৮। আইনগত উত্তরাধিকারী কে হতে পারে?

উত্তর :কোন ব্যক্তি, পুরুষ বা মহিলা, যে উত্তরাধিকারী আইন মতে কোন মৃত ব্যক্তির সমপত্তির অধিকার করার যোগ্য তাকে আইনগত উত্তরাধিকারী বলা যায়। হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন মতে যদি কোন ইচ্ছা-পত্র নাই তবে সব সমপত্তি প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীকে সমানে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী না থাকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীকে সমানে ভাগ করে দেওয়া হয়। যদি তেমন না হয় তবে পিতৃপক্ষের সদস্যকে আর সর্বশেষে মাতৃপক্ষের সদস্যকে দেওয়া হয়। যদি কেও না থাকে, সরকার সেই সমপত্তি নিয়ে নিতে পারে।

প্রশ্ন:২৯। ইচ্ছা-পত্র কেমনে আর কখন রদ করা হয়?

উত্তর :ইচ্ছা-পত্র যেকোন সময়ে, নতুন ইচ্ছা-পত্র বানিয়ে রদ করা যায়। নতুন ইচ্ছা-পত্র বানালে পুরাণা পত্র নিজে নিজে রদ হয় যায়। নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে ইচ্ছা-পত্র রদ করা যায়-

ক) পরবর্তি ইচ্ছা-পত্র কার্যে পরিণত করে

খ) ইচ্ছা-পত্র বাতিল করার লিখিত সূচনা প্রচার করে

গ) ইচ্ছা-পত্র দাহ করে,ছিড়ে ফেলে বা নষ্ট করে।

প্রশ্ন:৩০।আমি বা আমার উত্তরাধিকারী ইচ্ছা-পত্র অন্তর্ভূক্ত সমপত্তির জন্য আয়কর শোধ করতে হবে নাকি?

উত্তর :না, এখন পর্যন্ত ইচ্ছা-পত্র অন্তর্ভূক্ত সমপত্তির জন্য আয়কর শোধ করতে হবে না, ইহাতে মূলধন লাভের ওপর দেয় কর অন্তর্ভূক্ত আছে. আগেয়ে জমিদারী শুল্ক কর দিতে হয়েছিল যা পরবর্তী কালে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন:৩১। মুসলমানদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কি কি?

উত্তর :মুসলমানদের ইচ্ছা-পত্র আর উত্তরাধিকারী ক্ষেত্রে Muslim Personal lawsএর দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন(Indian Succession laws) তাদের ওপর কিছু ক্ষেত্রে প্রযোয্য। সাধারণত: মুসলমানরা নিজের সমপত্তির তিন ভাগের কেবল এক ভাগের জন্য ইচ্ছা-পত্র বানাতে পারে। বাকি সমপত্তি শ্বরীয়তী আইনমতে ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন:৩২। খ্রীষ্টধর্মী, পার্চী ও ইহুদি সমপ্রদায়ের ইচ্ছা-পত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ কি কি ব্যবস্থা আছে?

উত্তর : খ্রীষ্টধর্মী আর পার্চীর ক্ষেত্রে বিবাহের সময় ইচ্ছা-পত্র বাতিল হয়ে যায়। পার্চীলোকেরা ইচ্ছা-পত্র দ্বারা নিজের সব সমপত্তি দান করে দিতে পারে।

প্রশ্ন:৩৩। প্রবেট (দানপত্র-প্রমান) কি? সব ইচ্ছা-পত্রের জন্য ইহা জরুরী কি?

উত্তর : প্রবেট বা দানপত্র-প্রমান ন্যায়ালয়ে জারি করা এক আইনী প্রমান-পত্র যেখানে শেষ ইচ্ছা-পত্রের আইনী সিদ্ধতার প্রমান থাকে।তদারক-কর্তা প্রবেটের জন্য আর্জি দিতে পারে। কর্টে প্রবেট জারি করলে বা ইচ্ছা-পত্রের প্রমান-পত্র দিলে তদারক-কর্তা প্রয়োজন সাপেক্ষে ইচ্ছা-পত্র বলবৎ করা ব্যবস্থা নিতে পারে। প্রবেট বাধ্যতামূলক নয় তবে যখন বহু স্থাবর সমপত্তি বা মূল্যবান আসবাব থাকে, ভবিষ্যতে বিতর্ক না হতে মালিক বদলে যাওয়ার আগেই প্রবেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রশ্ন:৩৪। ইচ্ছা-পত্র অবিহনে উত্তরাধিকারী কেমনে ঠিক করা হয়?

উত্তর : ইচ্ছা-পত্র অবিহনে যদি কেবল অস্থাবর সমপত্তি থাকে, কর্ট থেকে 'Succession Certificat'e নেওয়া যায়। যদি মৃত ব্যক্তির স্থাবর সমপত্তিও থাকে কর্ট থেকে 'Letter of Administrarion' বা পরিচালনা পত্র নিতে পারে।

প্রশ্ন:৩৫। হিতাধিকারী ও মনোনীত ব্যক্তির পার্থক্য কি?

উত্তর :মনোনীত ব্যক্তির ওপর সমপত্তির কেবল জিম্মা থাকে। প্রয়োজনবশত সেই দায়িত্ব উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তর করে দিতে হয়। হিতাধিকারী ইচ্ছা-পত্র মতে সমপত্তি নিজের করে পেয়ে যায়।

প্রশ্ন:৩৬। ইচ্ছা-পত্র মতে সমপত্তি ভাগ কখন হয়?

উত্তর :প্রস্তুত-কর্তার মৃত্যুর পরে ইচ্ছা-পত্র মতে সমপত্তি ভাগ হয়।

প্রশ্ন:৩৭। ইচ্ছা-পত্র বানাতে উকীলের সহায় লাগে কি?

উত্তর :না। সাধারণ ইচ্ছা-পত্র বানানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে নিজে বানাতে পারে। কিন্তু শব্দগুলো সাবধানে ব্যবহার কবতে হয় যাতে কোন কথা অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী হয়ে পরবর্তী কালে অপ্রয়োজনীয় ভূল বুজা-বুজি বা পরিবার-পরিজনের মধ্যে ঝগড়ার কারণ না হয়।